৪ কার্যকারণ তত্ত্ব

বিষয়বস্তু

কার্যকারণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব, প্রসক্তি তত্ত্ব।

প্রশ্ন ১। কার্য-কারণ সম্পর্কে হিউমের অভিমত ব্যাখ্যা কর ও বিচার কর। (B.U. 2009)
(Explain and examine Hume's view of cause and effect.)

অথবা, কার্য-কারণ সম্পর্কে নিয়ত সংযোগ তত্ত্ব/সতত সংযোগ তত্ত্ব সবিচার আলোচনা কর।
(Critically discuss Regularity theory of cause.)

অথবা, "কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ নেই"—এই উক্তিটি সবিচার আলোচনা কর।
('There is no necessary relation between cause and effect'.—Critically discuss the statement.)

উত্তর। এটি আমাদের লৌকিক বিশ্বাস যে যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন তা অবশ্যই কোন দেশে এবং কালে ঘটে এবং তার অবশ্যই কোন কারণ থাকে। ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য কার্য-কারণ সম্বন্ধের ধারণার প্রয়োগ আবশ্যিক। কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ দুটি ঘটনার মধ্যে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ ও পরবর্তী ঘটনাকে কার্য বলে। কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ আছে। একটি দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব, যার প্রবর্তক হলেন হিউম, অপরটি বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব, যার প্রবর্তক হলেন কান্ট, ব্রড, ব্লানসার্ড ও ইউয়িং।

বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব অনুসারে কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে। দুটি ঘটনা যখন এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে, প্রথমটি উপস্থিত থাকলে দ্বিতীয়টি উপস্থিত থাকে এবং দ্বিতীয়টি উপস্থিত না থাকলে, প্রথমটি উপস্থিত থাকে না, তখন ঘটনা দুটির সম্বন্ধকে আবশ্যিক সম্বন্ধ বলে। যেমন বলা যায় যে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে। কারণ ধূম থাকলে বহ্নি থাকে এবং বহ্নি না থাকলে ধূম থাকে না। কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক বা অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। কার্য-কারণ সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলার অর্থ হল, কার্য যে অতীতে কারণকে অনুসরণ করেছে, তা নয়, বর্তমানে করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিউম কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণা, অর্থাৎ বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব খণ্ডন করেন ও নিয়ত সংযোগ তত্ত্ব প্রচার করেন। নিয়ত সংযোগ তত্ত্ব অনুসারে কার্য-কারণ সম্বন্ধ একপ্রকার কালিক পূর্বাপর সম্পর্ক।

হিউম কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্যতার সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে হিউমের যুক্তি হল ঃ কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ থাকলে—(১) কারণের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে কার্যের ধারণা পাওয়া যাবে এবং (২) সেই ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রকাশক বচন বিশ্লেষক হবে।

আমরা দেখেছি বিষপান করলে মৃত্যু হয়। বিষপান মৃত্যুর কারণ। এখন বিষপান ও মৃত্যুর মধ্যে যদি যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ থাকে তবে 'বিষ' এই ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে 'মৃত্যু' এই ধারণাটি পাওয়া যাবে। কিন্তু বিষের প্রকৃতি থেকে মৃত্যুর ধারণা পাওয়া যায় না। আবার বিষের প্রকৃতি থেকে

Scanned by TapScanner

যদি 'মৃত্যু'—এই ধারণাটি পাওয়া যায় তবে "বিষপানে মৃত্যু হয়" বা "বিষপান মৃত্যুর কারণ"—এই বাক্য বিশ্লেষক হবে। এর ফলে এর বিরুদ্ধ বাক্য "বিষপানে মৃত্যু হয় না"—এই বাক্য মিথ্যা হবে। কিন্তু বাস্তবে এই বাক্য মিথ্যা নয়। আমরা দেখেছি কোন কোন ক্ষেত্রে বিষপানে মৃত্যু ঘটে নি। সুতরাং কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রকাশক বাক্য বিশ্লেষক নয়, সংশ্লেষক। সুতরাং ভবিষ্যতেও বিষপানে মৃত্যু ঘটবে—একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে বিষপান ও মৃত্যু এই ঘটনা দুটির মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ আছে।

হিউম কার্য-কারণ সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদেরও সমালোচনা করেছেন। কার্য-কারণ সম্পর্কে লৌকিক বিশ্বাস হল এই যে, কারণ শক্তিবিশেষ যা সক্রিয়ভাবে কার্য উৎপন্ন করে। একটি বল অপর একটি বলকে আঘাত করলে দ্বিতীয় বলটি গতিশীল হয়। এই দেখে সাধারণ লোক প্রথম বলটির মধ্যে কোন শক্তির কল্পনা করে। এই শক্তিকে তারা কারণ বলে। লক্ এই লৌকিক মতবাদ সমর্থন করেন। এই মতবাদের বিরোধিতা করে হিউম বলেন বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। কিন্তু প্রথম বলে কোন গোপন শক্তির অস্তিত্ব আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাই না। সুতরাং গোপন শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা অবাস্তব।

হিউমের মতে কারণ ও কার্যের মধ্যে তথাকথিত অনিবার্য সম্বন্ধ হল অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানসিক অভ্যাস মাত্র। কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা। ঘটনা দুটির মধ্যে কেবল নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ আছে। ক ও খ-এর মধ্যে নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ আছে—এ কথার অর্থ হল ক-কে সব সময় খ-এর পূর্বে ঘটতে দেখা গেছে। ক ও খ-এর মধ্যে কালিক পূর্বাপর সম্বন্ধ আছে। বার বার ক-কে খ-এর পূর্বে ঘটতে দেখে আমরা পরবর্তীকালে যখন ক-কে ঘটতে দেখি তখন খ-কে দেখব, এই প্রত্যাশা করি। এই অভ্যাসপ্রসূত প্রত্যাশা থেকেই কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কার্য-কারণ সম্বন্ধ হল সতত সংযোগ সম্বন্ধ।

সমালোচনা ঃ দৃষ্টিবাদী Mill হিউমের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন, কারণ যদি কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা হয় তবে দিনকে রাত্রির কার্য বা রাত্রিকে দিনের কার্য বলতে হবে। অথচ ঘটনা দুটির মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। উভয়ে সহকার্য, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফল। সুতরাং নিয়ত সংযোগকে কারণ বললে সহকার্যকে কারণ বলে ভ্রম—এই দোষ ঘটবে। মিলের মতে কারণ হল শর্তহীন অব্যভিচারী নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা। "শর্তহীন" শব্দটি কারণের লক্ষণে নিবেশ করে, মিল পরোক্ষভাবে কার্য-কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন।

Ewing বলেন দুটি ঘটনার মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ থাকলেও তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। যেমন, কোন স্কুলে সকাল দশটায় ঘণ্টাধ্বনির শব্দ এবং অনুগামী ঘটনা হিসাবে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ—ঘটনা দুটি নিয়ত ঘটলেও তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই।

Hospers বলেন এমন অনেক কার্য-কারণ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত আছে যেগুলি নিয়ত সংযোগের ক্ষেত্র নয়। যেমন শুকনো বারুদে প্রজ্বলিত দেশলাই কাঠি নিক্ষেপ করলে বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু ঘটনা দুটি নিয়ত ঘটে না। যেমন, বারুদ ভিজে থাকলে বিস্ফোরণ হবে না।

হিউমের মতবাদ স্বীকার করে নিলে আমাদের ব্যবহারিক জীবন, এমন কি বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণী, অসম্ভব হয়ে পড়বে। কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে বিজ্ঞান নিয়ম প্রণয়ন করে এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবশ্যিক সম্বন্ধ।

কান্ট বলেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ অবশ্যম্ভব বা আবশ্যিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের ধারণা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠন করা যায় না। এটি অভিজ্ঞতাপূর্ব (apriori) ধারণা। তিনি এই ধারণাকে আমাদের বোধশক্তির আকার (Categories of understanding) বলে উল্লেখ করেছেন।

Scanned by TapScanner

উপসংহারে বলা যায় যে শুধু বাহ্যিক ঘটনার ক্ষেত্রে নয়, দুটি মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রেও আমরা কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি। এই ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ আবশ্যিক সম্বন্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং হিউমের অভিমত সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন ২। কার্য-কারণ সম্পর্কে প্রসক্তি তত্ত্ব/বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর ও বিচার কর।
(Explain and examiner Rationalist theory of cause.)

অথবা, প্রসক্তি কী? "কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে"—এটি কোন্ সম্প্রদায়ের অভিমত। অভিমতটি সবিচার আলোচনা কর। (B.U. 2008)

(What is entailment relation ? Which shool holds that there is an entailment relation between cause and effect ? critically discuss this view.)

অথবা, 'কার্য ও কারণের মধ্যে আছে একটি অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ'। এই মতটি পরীক্ষা কর।
('There is a necessary relation between cause and effect'.—Examine this view.)

উত্তর। কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ আছে। একটি দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব অপরটি বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব। দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব অনুসারে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হল কালিক পূর্বাপর সম্বন্ধ বা নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন হিউম। এই মতবাদের বিরোধিতা করে বুদ্ধিবাদীরা বলেন এই সম্বন্ধ হল অনিবার্য সম্বন্ধ।

দুটি ঘটনা যখন এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে, একটি উপস্থিত থাকলে অপরটি উপস্থিত থাকে, তখন তাদের সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলে। কার্য-কারণ সম্বন্ধ হল আবশ্যিক সম্বন্ধ। বিষপান ও মৃত্যুর মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে। বিষপান করলে অনিবার্যভাবে মৃত্যু ঘটবে। বিষপান কারণ, মৃত্যু কার্য। তাদের সম্বন্ধ সার্বিক ও আবশ্যিক। কোন কোন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এই সম্বন্ধকে যৌক্তিক অনিবার্যতা বা প্রসক্তি সম্বন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ওঠে **প্রসক্তি** (Entailment) **সম্বন্ধ কী?**

এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রসক্তি এক প্রকার যৌক্তিক সম্বন্ধ (Logical relation)। বৈধ অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকে। একটি বৈধ যুক্তির হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। সিদ্ধান্ত অবশ্যই সত্য হবে।

এই ক্ষেত্রে "আশ্রয়বাক্য সত্য ও সিদ্ধান্ত মিথ্যা"—এই উক্তি স্ববিরোধী হবে।

অবরোহ যুক্তির আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ থাকায় সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে আশ্রয়বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়। যেমন ঃ

E - কোন মানুষ নয় পূর্ণ সত্তা,
A - রাম হয় মানুষ,
∴ E - রাম নয় পূর্ণ সত্তা।

এই ক্ষেত্রে ওই সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য দুটি থেকে বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যায় না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হতে বোঝা যায় প্রসক্তি সম্বন্ধ হল যৌক্তিক অনিবার্যতার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কেবল দুই বা ততোধিক বাক্যের মধ্যেই থাকতে পারে। কিন্তু প্রসক্তিবাদীরা মনে করেন এই সম্বন্ধ দুটি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেও থাকতে পারে। ধরা যাক "ক" একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ও "খ" একটি

Scanned by TapScanner

প্রাকৃতিক ঘটনা। এখন "ক" এবং "খ"-এর মধ্যেও যদি এইরকম প্রসক্তি সম্বন্ধ থাকে, তবে 'ক' ঘটলে অবশ্যই 'খ' ঘটবে, 'খ' না ঘটে পারে না। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ অনেকটা বৈধ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধের মত।

বুদ্ধিবাদীরা দাবি করেন কারণ একটি ঘটনা ও কার্য একটি ঘটনা। কারণ ও কার্যের মধ্যে এই প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে, এইজন্য কারণ ঘটলে কার্য ঘটবে। বিষপান করলে অবশ্যই মৃত্যু ঘটবে। কার্য-কারণ সম্পর্কে বুদ্ধিবাদীদের অভিমতকে 'প্রসক্তি তত্ত্ব' বলে। এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন Ewing, Broad এবং Blanshard.

প্রসক্তিবাদীরা দাবি করেন যে কার্য-কারণ সম্পর্কে লৌকিক অভিমত প্রসক্তিতত্ত্বের ভিত্তি। লৌকিক মতে কারণ কার্যের পূর্বগামী ঘটনা এবং কার্য হল কারণের অনুগামী ঘটনা। কারণ ও কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। সুতরাং প্রসক্তি সম্বন্ধ হল লৌকিক অভিমতেরই মার্জিত রূপ।

প্রসক্তি তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি ঃ ইউয়িং (Ewing) বলেন কারণ ও কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রসক্তি সম্বন্ধ না থাকলে কারণ থেকে কার্যের অনুমান করা যায় না। অথচ আমরা কারণ থেকে কার্যের অনুমান করে থাকি। আমরা বলি বিষপান করলে মৃত্যু হয়। কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে বলেই এইরূপ বলা বা অনুমান করা সম্ভব হয়। দুটির মধ্যে আপতিক সম্বন্ধ (contingent relation) নেই বলেই একটি অপরটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কারণ অনুসন্ধান করার অর্থ হল হেতু (reason) অনুসন্ধান করা। ক হল খ-এর কারণ। এ কথার অর্থ ক, খ-এর হেতু। খ-কেন ঘটেছে তার কারণ ক-এর মধ্যে নিহিত আছে। এইজন্য খ-এর ব্যাখ্যা ক-এর মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি কেবল নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ থাকত, তবে কার্য কেন ঘটেছে, তার ব্যাখ্যা কারণের মধ্যে পাওয়া যেত না। সুতরাং কারণের মধ্যে যদি কার্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তবে অবশ্যই বলতে হয় যে কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক প্রসক্তির মত কোন অনিবার্য সম্বন্ধ অবশ্যই আছে।

কারণ ও কার্যের মধ্যে সতত সংযোগ সম্বন্ধ থাকলে কারণের মধ্যে কার্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা বলি তিল তেলের কারণ। তিলের মধ্যে তেল প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলেই তিল থেকে তেল পাওয়া যায়, জল পাওয়া যায় না। সুতরাং কারণ কার্য সম্বন্ধ একরকম অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ।

প্রসক্তি সম্বন্ধ দুটি মানসিক ঘটনার মধ্যেও থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমরা প্রসক্তি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করে থাকি। আমি অনুভবে জানতে পারি যে আমার ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও ইচ্ছার মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। সাধারণ অবস্থায় আমার হাত তোলার ইচ্ছা হলে আমি হাত তুলতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমার হাত তোলার ইচ্ছা ও হাত তোলার মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ অনুভব করে থাকি। তাই বলতে হয় যে কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক প্রসক্তির মত সম্বন্ধ আছে।

প্রসক্তি তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি ঃ বাহ্যিক জগতের দুটি ঘটনার মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধের কথা বলা হয়, সেই সম্বন্ধ কালিক সম্বন্ধ। অপরদিকে অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অনিবার্য সম্বন্ধের কথা বলা হয়, তা কালিক সম্বন্ধ নয়। সুতরাং কার্য-কারণ সম্বন্ধকে প্রসক্তি সম্বন্ধ বলা যায় না।

কার্য-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত দুটি বাহ্যিক ঘটনার মধ্যে তথাকথিত অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। অন্তর ইন্দ্রিয়জেও অবশ্যম্ভব সম্বন্ধের ধারণা পাওয়া যায় না। হাত তোলার ইচ্ছা ও হাত তোলার মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ থাকলে হাত তোলার ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করলে হাত তোলার ধারণা পাওয়া যেত।

Scanned by TapScanner

দুটি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কীয় অনুমান আরোহ অনুমানের অন্তর্গত। আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হয় না। অপরদিকে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে প্রসক্তি সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে, তা অবরোহ যুক্তির অন্তর্গত। অবরোহ যুক্তির আবশ্যিক সম্বন্ধ দৈশিক বা কালিক নয়। সুতরাং কারণ-কার্য সম্বন্ধে যুক্ত দুটি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্যতা আছে, অর্থাৎ প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে—একথা বলা যায় না।

প্রসক্তিবাদীরা উল্লিখিত অভিযোগগুলি পরিহার করার জন্য বলেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ ঠিক প্রসক্তি নয়, প্রসক্তি অনুরূপ। কিন্তু একথা বললে কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রকৃতিকে অস্পষ্ট করে তোলা হবে।

আমাদের বক্তব্য হল কারণ ও কার্যের মধ্যে কেবল পূর্বাপর সম্পর্ক নেই, এদের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ ঠিক প্রসক্তি সম্বন্ধ নয়। তবে একথা ঠিক যে অভিজ্ঞতার সাহায্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

(1 & 2 Marks Each)

প্রশ্ন ১। কার উক্তি বল—

কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে—বুদ্ধিবাদীদের অভিমত।

কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ নেই—হিউম-এর অভিমত।

কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে—প্রসক্তিবাদী ইউয়িং, ব্রড, ব্লানশার্ড।

কারণ হল শক্তি যা কার্যকে ঘটতে বাধ্য করে—দৃষ্টিবাদী লক্।

কার্য-কারণ সম্বন্ধ দুটি ঘটনার সতত সংযোগ সম্বন্ধ—হিউম।

কারণ ও কার্যের মধ্যে কালিক পূর্বাপর সম্বন্ধ আছে—হিউম।

অভ্যাসপ্রসূত প্রত্যাশা থেকেই কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণার সৃষ্টি—হিউম।

প্রশ্ন ২। বিষপানে মৃত্যু হয়—বিষপান ও মৃত্যুর মধ্যে কীরূপ সম্বন্ধ আছে?

উত্তর। হিউমের মতে সতত সংযোগ সম্বন্ধ আছে।

বুদ্ধিবাদীদের মতে অনিবার্য সম্বন্ধ আছে।

প্রশ্ন ৩। সব কার্য-কারণ সম্বন্ধ কি সতত সংযোগের ক্ষেত্র?

উত্তর। না। অনেক কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্র আছে যেগুলি নিয়ত সংযোগের ক্ষেত্র নয়। যেমন শুকনো বারুদে আগুন দিলে বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু নিয়ত হয় না। বারুদ ভিজে থাকলে বিস্ফোরণ হবে না।

প্রশ্ন ৪। প্রসক্তি কী?

উত্তর। বৈধ অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে যৌক্তিক অনিবার্যতার সম্বন্ধ থাকে তাকে প্রসক্তি সম্বন্ধ বলা হয়।

Scanned by TapScanner